বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট

bwged

তারিখঃ ৩০ অক্টোবর, ২০২৪

বরাবর
মোঃ নাজমুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব),
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

১. **এ. এফ. হাসান আরিফ**, মাননীয় উপদেষ্টা, ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২. **মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান**, মাননীয় উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩. **অ্যাডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান**, মাননীয় উপদেষ্টা, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪. **ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন**, চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ, সিপিজিসিবিএল

মাতারবাড়িতে 'ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র'-এর জন্য প্রদত্ত ভূমি ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবিতে খোলাচিঠি

মহোদয়,
পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন উই ক্যান কক্সবাজার এবং বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট (BWGED)-এর সদস্যদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিগত প্রায় এক দশক যাবৎ 'প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট' ও এর সদস্য সংগঠনসমূহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ন্যায্য রূপান্তর, সুশাসন ও জবাবদিহিতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

মহোদয়,
ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ (ঢাকা-২) কর্তৃক প্রস্তাবিত **ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের** জন্য প্রদত্ত ভূমি ইজারা চুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত COP26 সম্মেলনে বাংলাদেশ ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (CVF) সভাপতি হিসেবে কয়লাভিত্তিক জ্বালানির ব্যবহার কমানোর এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে মনোযোগ দেওয়ার অঙ্গীকার করে (*GOV.UK*, 2021)। প্রদত্ত আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কয়লাভিত্তিক জ্বালানির অনুমোদন না করা বাংলাদেশের অঙ্গীকারের অংশ। বিশ্বব্যাপী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো ক্রমাগতভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এবং বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল করেছে যা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ (*Daily Star*, 2021)।

অথচ, **ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র** নামক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সাথে সাংঘর্ষিক। একইসাথে, এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি আমাদের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDCs) ও ২০৫০ সালের শূন্য কার্বন নির্গমণের লক্ষ্যের পরিপন্থী। প্রকল্পটির মেয়াদ যেহেতু ২৫ বছর, তাই এটি কার্যকর থাকলে বাংলাদেশের শূন্য কার্বন নির্গমণ লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার রক্ষা করতে হলে, **ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের** জন্য প্রদত্ত ভূমি ইজারা চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সচিবালয় : ৪ মল্লিকবাড়ি রোড, বয়রা-রায়েরমহল, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৭৭৭ ০১৪৫৮, মোবাইল : +৮৮ ০১৯৭৬ ৭০২ ০০৬, ইমেইল : info@cleanbd.org
ওয়েবসাইট : https://cleanbd.org

সাম্প্রতিক সময়ে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের কিছু অগ্রগতির বিষয় নিয়ে আমাদের গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ২০১৬ সালের ২১শে এপ্রিল বিদ্যুৎক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়া **ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র**টির ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করার কথা ছিলো। প্রায় সাত বছর ধরে স্থগিত থাকার পরে ২০৩০ সালের ডিসেম্বরে চালু করার নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছে (*BPDB, 2024b*)। উপরন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি এই প্রকল্পের জন্য ঋণ নীতি শিথিল করেছে, যার ধারাবাহিকতায় অগ্রণী, জনতা ও রূপালী ব্যাংক সম্মিলিতভাবে ১০ হাজার ৫৭৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করতে যাচ্ছে (*Daily Star, 2024*)।

বর্তমান বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট ও আন্তর্জাতিকভাবে কয়লা ব্যবহার কমানোর অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে ওরিয়নের কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বিপুল পরিমাণ ঋণ অনুমোদন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক, হতাশাজনক ও উদ্বেগের বিষয়। এটি প্যারিস চুক্তি এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পরিপন্থী। এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন মাতারবাড়ির জনগোষ্ঠীর জীবনে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং দেশের পরিবেশ ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের বিদ্যমান সক্ষমতা বিবেচনায়, নতুন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তাও অত্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ।

ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পটি স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা ও আশেপাশের পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। প্রকল্প থেকে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), সালফার অক্সাইড (SOx), নাইট্রোজেন অক্সাইড (NOx) এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ বায়ু ও পানি দূষণের কারণ হয়ে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়াবে। ইতোমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে রয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যে আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকর। সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদেও পরিবেশ সুরক্ষায় রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

প্রকল্প এলাকার জনগণ হিসেবে আমাদের স্পষ্ট দাবি, কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পটি পুনর্বিবেচনা করা হোক। এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না, যা আমাদের পরিবেশ, অর্থনীতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। আমরা আশা করি, আমাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে এবং জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যাতে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবন এবং পরিবেশের ওপর কোনো ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব না পড়ে এবং তা নিশ্চিত করতে আপনার দপ্তর থেকে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ আশা করছি।

আমাদের বিশ্বাস, বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সেটা হতে হবে পরিবেশবান্ধব উপায়ে।

আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, সাফল্য ও সক্রিয় উদ্যোগ কামনায় -

ওমর ফারুক
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী
উই ক্যান কক্সবাজার (We Can Cox's Bazar)

হাসান মেহেদী
সদস্য সচিব
বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট (BWGED)

তথ্যসূত্র

1. BPDB (2024*b*). বিদ্যুৎ খাতের অগ্রগতির তথ্য (অক্টোবর ২০২৪). Bangladesh Power Development Board (BPDB): 21 October 2024
2. BPDB (2024*b*). দৈনিক উৎপাদনের রেকর্ড (মে ২০২৪). Bangladesh Power Development Board (BPDB): 01 May 2024
3. GOV.UK (2021). Alok Sharma welcomes Bangladesh's climate leadership and ambition ahead of COP26. GOV.UK: 27 September 2021.
4. The Daily Star (2021). Bangladesh scrapped 10 coal power plants, PM tells COP26. The Daily Star: 01 November 2021.
5. The Daily Star (2024). ব্যাংক খাতের প্রবৃদ্ধির হার কমেছে (সেপ্টেম্বর ২০২৪). The Daily Star: 03 September 2024.